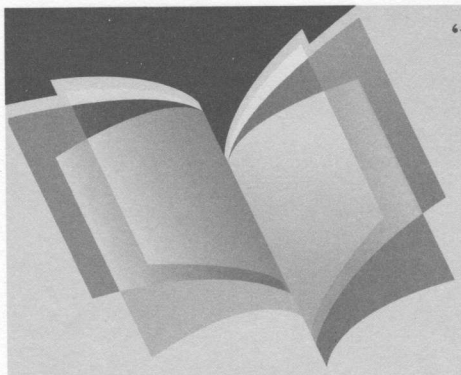

'বই পড়ি, স্বদেশ গড়ি।'

৫ ফেব্রুয়ারি
জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ২০১৮

গ্রন্থাগার জ্ঞানের আধার। হাজার বছর ধরে মানুষের জ্ঞানের চাহিদা পূরণ করে আসছে গ্রন্থাগার। প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার আসুরবানিপাল গ্রন্থাগার, মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া বা ভারতবর্ষের নালন্দা – প্রতিটি গ্রন্থাগারই সমকালের জ্ঞান-বিজ্ঞান আর প্রজ্ঞার নিদর্শনকে ধারণ করে মহাকালের জন্য সৃষ্টি করেছে অনুপ্রেরণা। সভ্যতার অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় আজ আমরা যে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ নির্মাণের কথা বলছি, তার কেন্দ্রেও আছে গ্রন্থাগার। টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকার কথা বিবেচনা করেই ৫ ফেব্রুয়ারি **জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস** ঘোষণা করা হয়েছে।

গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। দেশের সর্বস্তরের জনগণকে গ্রন্থাগারের সেবা, কার্যক্রম, উপযোগিতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে অবহিত ও সচেতন করার পাশাপাশি জ্ঞানমনস্ক প্রজন্ম গড়ে তোলাই এই দিবস পালনের প্রধান উদ্দেশ্য। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আধুনিক গ্রন্থাগারগুলো দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। নতুন নতুন সেবা ও সংগ্রহের সমাহার ঘটিয়ে মানুষের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণের পাশাপাশি তার চিন্তার রাজ্যে নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটাচ্ছে।

একুশ শতকের গ্রন্থাগার এখন আর কেবল জ্ঞানের সংগ্রহশালা নয় – বিশ্ববিস্তৃত জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশের চাবিকাঠিও। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে কেবল নিজেদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করাই নয়, নৈতিক আদর্শ গঠন, সৃজনশীলতার জাগরণ আর ব্যক্তিত্ব বিকাশের মাধ্যমে দেশ ও জাতিকে নানাভাবে উপকৃত করতে পারি। আর এভাবেই বিশ্বজুড়ে গ্রন্থাগারগুলো হয়ে উঠছে মানুষের অভয়াশ্রম।

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস পালনের মাধ্যমে বাংলাদেশেও শুরু হোক গ্রন্থাগার নিয়ে নতুন ভাবনা আর কর্মপ্রবাহের নবজাগরণ। জীবনের নানা প্রয়োজনে আমরা যেন গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারমুখী হই, জ্ঞানকে ভালোবেসে জ্ঞানের আলোয় সাজিয়ে তুলি প্রিয় স্বদেশকে।

জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হোক প্রিয় স্বদেশ-
জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসে এই হোক আমাদের শপথ।

আপনি কেমন গ্রন্থাগার চান?
মন্তব্য করুন

প্রচারে : **গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর**,শাহবাগ, ঢাকা।
সহযোগিতায় : **তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ**, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।